যুগান্তর

JAN 16 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পটুয়াখালীর একমাত্র হোমিওপ্যাথিক কলেজ ধ্বংসের মুখে

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর একমাত্র হোমিওপ্যাথিক কলেজটি এখন ধ্বংসের মুখোমুখি। ব্যাপক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা সর্বোপরি শিক্ষকদের দলাদলির কারণে কলেজটির রেজিস্ট্রেশন, বন্ধ; কয়েকটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিলসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অজ্ঞাত কারণে নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, শহরের পুরনো আদালতপাড়া এলাকায় ৬২ শতাংশ অর্পিত সম্পত্তির ওপর শহরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জয়নাল আবেদিনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালে ওই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ কলেজ কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো; কিন্তু কলেজটির রেজিস্ট্রেশন বন্ধ থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওই সময়ের সব ফলাফল বাতিল করে দেন। এতে অনেক শিক্ষার্থীরাই ঝরে পড়ে। ১৯৮৯ থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত ভোলা হোমিওপ্যাথিক কলেজের মাধ্যমে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করার পর ১৯৯৬ সালে ভোলা হোমিওপ্যাথিক কলেজের তত্ত্বাবধানে পটুয়াখালী হোমিওপ্যাথিক কলেজ কেন্দ্র ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়ার অনুমতি পায়। ১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩০০ শিক্ষার্থী 'ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারিতে' (ডিএইচএমএস) ভর্তি হয়। চার বছরমেয়াদি এ কোর্সটিতে ভর্তি হতে প্রতিজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তি ফি, রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২৫০০ টাকা আদায় করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের মৃত্যুতে ধীরেন্দ্রনাথ পাল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মূলত সেই সময় থেকেই কলেজের ধস নামতে শুরু করে। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একদিকে যেমন এ অঞ্চলের অনেক ছাত্রছাত্রী স্বল্প খরচে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তেমনি এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষও ওই ডাক্তারদের কাছ থেকে কম খরচে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে।

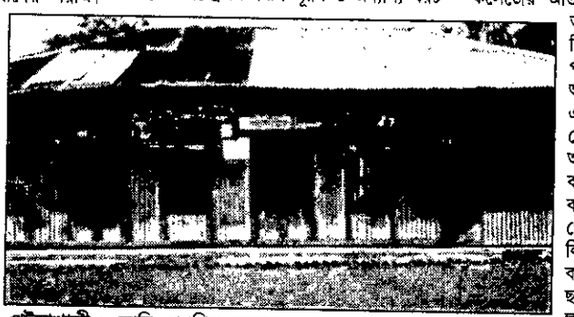

পটুয়াখালী : হোমিওপ্যাথিক কলেজ —*যুগান্তর*

কিন্তু কলেজটিতে শিক্ষকদের দলাদলি, অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, সর্বোপরি অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বর্তমানে কলেজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে। অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ পাল ক্লাস বণ্টনের ক্ষেত্রে কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের উপেক্ষা করে তার আশীর্বাদপুষ্ট কতিপয় শিক্ষক দিয়ে শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি সম্মানী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি অবলম্বন করেছেন বলে ওই কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া একাধিক লিখিত অভিযোগে প্রকাশ, কমিটির কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই অধ্যক্ষ তার স্ত্রীকে লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগদানসহ ডা. সোহরাব গাজী, ডা. মোঃ ছগির হোসেন, ডা. শাহ আলম, ডা. বিমল, ডা. জাকিরকে নিয়োগ দেয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েও তাদের নিয়োগ দেননি। এ প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে প্রতিনিধির সঙ্গে কোন কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন। তবে তিনি শিক্ষক নিয়োগের জন্য উৎকোচের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।